বাংলাদেশের চারিদিকে বিকৃতি।

রোম পুড়ছে, নিরো বাঁশি বাজাচ্ছে। নিরোর বাঙ্গালী বংশধরেরা বাংলার নিরহ মানুষের ভাগ্য কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। ১৪ কোটি বাঙ্গালীর ৯০% লোক আজ প্রকৃতির অর্থ্যাৎ বন্যার সাথে যুদ্ধেরত। শাসক গোষ্ঠি ও হালুয়া-রুটি ভোগকারীরা যথাক্রমে উপদেশ ও শকুনের মত ক্ষুধার্থ ও নিরন্ন মানুষের ভোগ কেড়ে খাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের যাতাকলে অসংগঠিত ও শক্তিহীন বাঙ্গালীরা ক্ষুধার্থ হায়না সম স্বার্থান্বেষী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর শোষনের শিকার। আবার স্বার্থান্বেষীদের সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ী জামাত এবং তাদের সহযোগী ইসলামের লেবাসধারী সন্ত্রসী সংগঠন সমূহ। চৌদ্দশত বছর পূর্বের আরব সমাজের বিধি বিধান আধুনিক কালে যে অচল, তা যে কোন শিশুও বুঝে। কিন্তু বুঝে না ফ্রি থিংকিং দাবীদার কিছু যুক্তিহীন নাস্তিক, তাই তারা সাধারণ বাঙ্গালীদের আচার আচরণে খালি শরীয়া আইন খুঁজে পান।

ধর্ম প্রান সাধারণ বাঙ্গালী নারীরা পুরুষ সহকর্মীর সাথে ঢাকার রাস্তায় চার দলীয় জোটের পুলিশ ও মাস্তানদের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ। গ্রাম বাংলার নারীরা পুরুষ সহকর্মীর সাথে হাতেহাত মিলিয়ে কাজ করছে এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। ধর্মপ্রান এই নরনারীকে অর্ধশিক্ষিত কিছু যুক্তিহীন নাস্তিক মৌলবাদী আখ্যায়িত করতেছেন। ধর্ম বংশানুক্রমিক ভাবে বহনকারী প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষ তার পূর্বপুরুষদেরকে শ্রদ্ধা করেণ বিধায় ধর্মের সামাজিক আচার আচরণ পালন করে থাকেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মৌলবাদী বা ফ্যানাটিক (অতিশয় গোঁড়া ব্যক্তি)। ফ্যানাটিক (অতিশয় গোঁড়া ব্যক্তি) বা মৌলবাদী তারাই হন, যারা সমাজের স্বভাবিক বিবর্তনে বিশ্বাসী নয় বা সমাজকে স্থির ভাবেন। ইংরাজী ইসলামিষ্ট শব্দের অর্থ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ অর্থ্যাৎ মুসলমান। নরবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনশীল। প্রচীনকালে সমাজের এই স্বাভাবিক পরিবর্তনে ধর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, তাই মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা করে।

ইস্ট্যাব্লিশমেন্ট সাধারণ মানুষের এই শ্রদ্ধাবোধকে ধর্মীয় ব্যবসায়ী জামাতের মাধ্যমে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘ ৫০/৬০ বছর ধরে। ইস্ট্যাব্লিশমেন্ট কর্তৃক ধাপ্পা দেয়ার চালাকি সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলেছে বিধায় ইস্ট্যাব্লিশমেন্টের তল্পীবাহক বাদশাহ, শেখ, সামরিক শাসক, রাজনৈতিক শাসক বা দল এবং জামাতকে সাধারণ মানুষ পছন্দ বা বিশ্বাস করে না। তাই বুশ ডকট্রিনে দীক্ষিত স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্তের একদল যুবক যুবতিকে মাঠে নামানো হয়েছে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারেরর জন্য। এই ব্যক্তিবর্গ বর্তমানে নাস্তিকতা প্রচারে ব্যস্ত আছেন। যে কোন কারনেই হউক বর্তমান কালের এই নাস্তিক সাহেবদের দেমাকের বাক্স বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা বুঝতে পারছেন না যে, মানুষের সমস্যা ধর্ম নয়। তাদের সমস্যা ধর্ম ব্যবসায়ী জামাত কর্তৃক ধর্মের অপব্যাখ্যা। আঠারো শতকের ইউরোপের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিশ্চান যাজকতন্ত্র ও হিংস্র মৌলবাদীরা যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে, যার শিকার ছিলেন ভল্টেয়ার ও রুশোর মত লোকেরা, আড়াই শত বছর পর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একই বর্বরতা করে চলছে তথাকথিত ইসলামি মৌলবাদী দলগুলো, যার শিকার হুমায়ুন আজাদের মত শিক্ষকেরা। অতএব প্রগতিশীল ও সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, জামাত ও তার পৃষ্ঠপোষক ইস্ট্যাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে। কিন্তু যুক্তিহীন নব্য নাস্তিকরা ইসলামের কুৎসা প্রচার করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

আধুনা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসাব চলছে। এক কালে আমাদেরকে জানানো হয়েছিল উর্দূ কবি ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে ছিলেন। অনুরূপ ভাবে আমরা অচিরেই জেনে যাব যে জামাত ও গোলাম আজমের অক্লান্ত চেষ্টা ও সংগ্রামের ফসল বাংলাদেশ এবং তৌহিদী বাঙ্গালী মুসলমানদের এই সংগ্রামে মার্কিন প্রশাসন আমাদের সহযোগী ছিল। ইতিহাস থেকে শিখেছিলাম যে কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম, আন্দোলন বা বিপ্লবের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন ও তার নেতার প্রয়োজন হয়, যেমন আমেরিকার গৃহযুদ্ধে জর্জ ওয়াশিংটন, ফরাসী বিপ্লবে র্থাড ইস্ট্যাইট এবং তার বেশ কিছু নেতা, যাদেরকে পরে গিলোটিনে হত্যা করা হয়েছিল, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিক পার্টি এবং তার নেতা লেলিন, স্ট্যালিন ও ট্রটস্কি, ভারতের কংগ্রেস এবং নেতা গান্ধী, নেহেরু ও মওলানা আজাদ এবং পাকিস্তানের মুসলিম লীগ ও তার নেতা জিন্নাহ। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই উপরুক্ত সংশ্লিষ্ট দল ও তার নেতৃবর্গ আন্দোলন করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাংবিধানিক একটি দল, তার কাছ থেকে বৈপ্লবিক কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক আন্দোলনকে সর্বোচ্চ পর্যায় নিয়ে গিয়াছিলেন। আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে যেভাবে দেখত এবং অর্জনের দাবী জানিয়ে আসছিল, তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অর্জন সম্ভব ছিল না। ফলে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এমন এক পর্যায় উপনীত হয় যেখান থেকে সামনে আগানোর আর কোন সাংবিধানিক পথ ছিল না। পাকিস্তান ভাঙ্গার দায়দায়ীত্ব নেয়ার এবং ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক চাপের মোকাবিলা করার অবস্থা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগের অংগ সংগঠন সমূহ এবং নিম্ন পর্যায়ের নেতাদেরকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু নীরবে উৎসাহীত করতে থাকেন। যার ইঙ্গিত পাই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে এবং ফলশ্রুতিতে নিম্ন পর্যায়ের নেতাদের কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর নামে ইপিয়ারের কাছে ম্যাসেজ প্রেরন এবং চট্টগ্রামের কালুঘাটের রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা। ইতিহাসের বর্ণিত প্রেক্ষাপট ভুলে গিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিকৃতি চলছে, যার সাথে ডঃ তাজ হাশমীর মত প্রবাসের কিছু শিক্ষিত ভদ্রলোক যুক্ত হয়েছেন।

সেতারা হাশেম ০৭/৩০/০৪